“মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়” শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী ৪২ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া, কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতেও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিভিন্ন সংকটের তৈরি হয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষা খাত টিআইবির গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবির গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা খাতে টিআইবির কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। আর গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে– মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাধারণ ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। গবেষণায় এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। মুখ্য তথ্যদাতার মধ্যে রয়েছেন মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, এবং গণমাধ্যমকর্মী(মোট ৩২৫ জন)।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

২০১৯ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণার প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে সুশাসনের নির্দেশক যথা– সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এই পাঁচটি ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস); তথ্যের প্রাপ্তি; সংরক্ষণ ও প্রবেশগম্যতা; প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন; আর্থিক পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা; শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়; অভিযোগ দায়ের ও বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা; মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব; এই বিষয়গুলো নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার প্রধান ফলাফলসমূহ কি কি?

গবেষণায় দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ২০% দেওয়ার কথা থাকলেও গত ২০১২-২০২১ সাল পর্যন্ত এই নয় বছর এ খাতে প্রতি বার্ষিক গড় বরাদ্দ ছিল প্রায় ১১%। এরমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে গড় বরাদ্দ ছিলো প্রায় ৫%-৬% এর মত।

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা হবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর খসড়া শিক্ষা আইনটি নিয়ে কাজ করা হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতায় তা এখনও কার্যকর হয়নি। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক' এর অফিস স্থাপন, 'পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর', 'স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন', 'আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি', 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠনের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকার প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। পদমর্যাদা ও স্কেল উপেক্ষা করে শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর এককালীন অবসর ভাতা পেতেও তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, মাউশির অধীন এবং এর সহযোগী সংস্থার অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত পদের প্রায় ১২%, প্রায় ৬৪% উপজেলায় সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, একাডেমিক সুপারভাইজার প্রায় ৩%, প্রায় ৩৮% জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী পরিদর্শক ১১% এবং বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষার প্রায় ৫৮% পদই শূন্য রয়েছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই। মাউশির কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে কতিপয় কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলেন না।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হওয়ার পরও ভোগান্তি, অনিয়ম ও দুর্নীতি আগের মতোই বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে চারটি স্থানে 'হাদিয়া বা সম্মানী' দিয়ে নথি অগ্রায়ন করাতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন খাতে প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মবহিঃর্ভূত অর্থ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন- প্রধান শিক্ষক নিয়োগে নিয়মবহিঃর্ভূত ৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০ টাকা, এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে ৫০,০০০-২,০০,০০০টাকা, সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগে ২,০০,০০০-৩,০০,০০০ টাকা, শিক্ষক এমপিওভুক্তিতে ৫,০০০-১,০০,০০০ টাকা লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গবেষণায় উঠে এসেছে, আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ এর আওতায় পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হয় এবং উপকরণসমূহ প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বাবদ ব্যয় করা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনে প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র ছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়নি।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

সার্বিকভাবে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে। তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয় এবং জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে এটি গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে; এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে ২০টি সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো– শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি; বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনা; অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ; ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি; এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি; দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা, সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ব্যবস্থা; সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনা; দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা।

প্রশ্ন ১১: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের 'মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ' সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত

জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org